Handout Number : 1711

**Deputy Secretary General (Bilateral Affairs),**

**Ministry of Foreign Affairs of Malaysia Calls on Shahriar Alam**

Dhaka, 9 May:

 Deputy Secretary General (Bilateral Affairs), Ministry of Foreign Affairs of Malaysia Dato Norman Muhamad paid a courtesy call on State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam in Dhaka today. They exchanged views on issues of mutual interest and vowed to further strengthen the excellent bilateral relations between the two brotherly countries.

 Recalling the early recognition of Bangladesh following her independence by Malaysia, State Minister expressed confidence and hope on Bangladesh-Malaysia bilateral relations which has been forged over the last 50 years with strong foundation. State Minister emphasized on exchange of high level visits for infusing the bilateral relations with further dynamism and newer directions.

 Pointing to the rapidly changing socio-economic development and configuration in the South Asian and the South East Asian neighbourhood, Mr. Alam emphasised on further deepening the regional integration and partnership to reap the optimum benefits from the ongoing Asian momentum.

 Mr. Shahriar Alam called for more diversified collaboration between Bangladesh and Malaysia in context of the fast growing economic capacity and potentials of Bangladesh, which the latter achieved under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina.  Dato Norman Muhamad expressed keen interest of Malaysia for concluding an FTA with Bangladesh in order to further deepen and accelerate the bilateral economic partnership.

 Mr. Shahriar Alam sought a more proactive role of Malaysia and the ASEAN for ensuring an expedited repatriation of the Rohingya people sheltered in Bangladesh currently on humanitarian grounds.

 The State Minister wished a successful bilateral meeting and expressed optimism that it would help infuse the bilateral relations with greater vigor and dynamism in the days ahead. The Malaysian Deputy Secretary General arrived today leading a 5-member delegation to attend the 3rd Bilateral Consultations between Bangladesh and Malaysia scheduled to be held on 10 May 2023. Foreign Secretary (Senior Secretary) Ambassador Masud Bin Momen (Senior Secretary) will lead the Bangladesh delegation.

#

Mohsin/Pasha/Arman/Sanjib/Mosharaf/Joynul/2023/2000 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭১০

**নিরহংকার প্রচারবিমুখ ড. ওয়াজেদ মিয়া দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন**

 **--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, নির্লোভ নিরহংকার ও প্রচারবিমুখ ড. ওয়াজেদ মিয়া দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

প্রয়াত পরমাণু বিজ্ঞানী এবং প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়ার ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজ রাজধানীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ড. ওয়াজেদ মিয়া প্রধানমন্ত্রীর স্বামী পরিচয়  কখনো ব্যবহার করতেন না। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের কন্যার জামাতা সেই পরিচয়ও দিতেন না। নিরহংকার এই মানুষটির আচরণে এই পরিচয়গুলো কখনো বোঝার উপায় ছিল না।

মন্ত্রী বলেন, অত্যন্ত মেধাবী ড. ওয়ায়জেদ মিয়া পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন; পরমাণু শক্তি কমিশনকে নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়ে এর উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি বিরাট ভূমিকা রেখেছিলেন। আজকে যে রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে এটির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল। অর্থাৎ এই কনসেপ্টটি ধারণ করার ক্ষেত্রে এবং এটি করলে পরে দেশের জন্য কি ভালো হবে, সেটি তুলে ধরার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল।

ড. হাছান বলেন, '২০০৭ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন ড. ওয়াজেদ মিয়ার সাথে প্রচণ্ড দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তারপর থেকে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। তৎপ্রেক্ষিতে তাঁর যে অসুস্থতা সেটিও বেড়ে যায়, সে কারণেই তিনি ২০০৯ সালের ৯ মে ইন্তেকাল করেন। তাঁর এই মৃত্যু দিবসে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।'

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ড. ওয়াজেদ মিয়া অনেক বইও লিখেছেন। তিনি তাঁর কর্ম, প্রজ্ঞা এবং দেশের প্রতি অবদানের কারণে যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে বেঁচে থাকবেন।

সাংবাদিকরা এ সময় বিএনপি মহাসচিবের সাম্প্রতিক মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করলে হাছান মাহমুদ বলেন, 'মির্জা ফখরুল সাহেব বলেছেন আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদকের কথা বিশ্বাস করেন না আর জনগণ মনে করে মির্জা ফখরুল সাহেব সবসময় মিথ্যা কথা বলেন -এটিই হচ্ছে বাস্তবতা। কারণ মির্জা ফখরুল সাহেবের গুণ না দোষ, এটিকে সাধারণ মানুষ দোষই বলবে যে তিনি অবলীলায় সুন্দরভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারেন, যা দুঃখজনক হলেও সত্য।'

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক যে কথাটি বলেছেন, আগামী নির্বাচনে আমরা বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ চাই। এবং সেই ক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। আমাদের সদিচ্ছার কথাই আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক তাঁর বক্তব্যে বলেছেন। যারা নির্বাচনই চায় না, যারা নির্বাচনকে ভয় পায়, তাদের কাছে আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য এতো শ্রুতিমধুর হবে না, এটি খুবই স্বাভাবিক।'

বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভীর মন্তব্য 'সরকার নির্বাচনে আসতে বিএনপিকে প্রলোভন দেখাচ্ছে' এ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'দেখুন বিএনপিকে প্রলোভন দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা চাই বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দল আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক।'

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলেও জনগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে, অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। বিএনপি দলগতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলেও বিএনপি নেতারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। এটি মির্জা ফখরুল ও রিজভী সাহেবরা দেখতে পারবেন।'

#

আকরাম/পাশা/আরমান/মোশারফ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৯১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৭০৯

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ৫৭ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৪০৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৫ হাজার ৮৪৭ জন।

                                                      #

রাশেদা/পাশা/আরমান/মোশারফ/সঞ্জীব/লিখন/২০২৩/১৮১৭ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭০৮

**ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলা নববর্ষ-১৪৩০ উদ্‌যাপন**

সিউল, ৯ মে:

 বাংলাদেশ দূতাবাস, সিউল গত ৭ মে ২০২৩ সিউলের ইয়নপিয়ং গু স্পোর্টস সেন্টারের মিলনায়তনে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদ্‌যাপন করেছে। অনুষ্ঠানে দক্ষিণ কোরিয়ায় বসবাসরত ৩ শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশিগণ ও তাদের পরিবারবর্গ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

 এ দিন মিলনায়তন ও এর সংলগ্ন স্থানে ব্যানার, ফেস্টুন, বেলুন ইত্যাদি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয় এবং বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী হস্ত ও কারু শিল্প প্রদর্শন করা হয়। বর্র্ণিল পোশাকে সজ্জিত হয়ে রঙ-বেরঙের মুখোশ, ব্যানার ও ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র নিয়ে উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশিগণ মিলনায়তন সংলগ্ন রাস্তায় মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

 দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত দেলওয়ার হোসেন তাঁর বক্তব্যে সবাইকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। বাংলা নতুন বছর সকলের জীবনে নতুন আশা, সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তির বার্তা নিয়ে আসুক এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

 বর্ষবরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক পর্বে দূতাবাস পরিবার ও প্রবাসী বাংলাদেশি শিল্পী এবং বাংলাদেশ হতে আগত শিল্পীগণ লোকসংগীত, নাচ ও কবিতা পরিবেশন করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে মধ্যাহ্নভোজে ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশি খাবার পরিবেশন করা হয়।

#

 সোরেন/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭০৭

**কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা দিতে প্রধানমন্ত্রীর মতো নির্ভীক নেতৃত্ব দিতে হবে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের**

 **--- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

নরসিংদী, ২৬ বৈশাখ (৯ মে):

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালের কাঙ্ক্ষিত সেবা বাদ দিয়ে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। উপজেলা পর্যায়ের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর অনেক জায়গাতেই মেশিন নষ্ট ছিল। কিছু জায়গায় তো মেশিনই ছিল না। লোকবলের অভাব ছিল। উপজেলা পর্যায়ে ডাক্তাররা বদলি নিয়ে ঢাকা বা জেলা পর্যায়ে চলে যেত। তদবির করে উপজেলা থেকে বদলি নিয়ে ঢাকায় আসা বন্ধ করা হয়েছে। নষ্ট মেশিন মেরামত করা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন মেশিন কেনা হয়েছে। পর্যাপ্ত লোকবল নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। টেকনিশিয়ান ও ফার্মাসিস্ট নিয়োগ দেয়ার কাজ চলমান আছে। উপজেলা পর্যায়ে বেড সংখ্যা বৃদ্ধি করা, ডায়ালাইসিস বেড দেয়া, উপজেলা হাসপাতালেই অপারেশন থিয়েটারে অপারেশন করার উদ্যোগ নেয়াসহ নানাবিধ কাজ করে উপজেলা পর্যায়ের সরকারি স্বাস্থ্যসেবার মান দ্বিগুণ বাড়ানো হচ্ছে।

 মন্ত্রী আজ নরসিংদীর একটি বেসরকারি রিসোর্ট সেন্টারে ঢাকা বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর কার্যালয় আয়োজিত ঢাকা বিভাগীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের সাথে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব কথা বলেন।

 স্বাস্থ্যখাতের সেবার মান বৃদ্ধি করার গুরুত্ব তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ থেকে অনেক মানুষ চিকিৎসার জন্য বিদেশে যায়, অনেক টাকা খরচ করে নিঃস¦ হয়ে যায়। অথচ আমাদের দেশে বড় বড় সরকারি হাসপাতাল আছে, দামী দামী যন্ত্রপাতি আছে, দেশে নামকরা চিকিৎসকও আছে। এখন শুধু আপনাদের (চিকিৎসক ও হাসপাতাল পরিচালক, স্বাস্থ্যখাতের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা) সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা লাগবে। সরকার আপনাদের জন্য সবকিছুই করবে। নেতৃত্ব দিতে হবে আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো করে মনে দেশপ্রেম নিয়ে। শেখ হাসিনা যেমন শত বাধা উপেক্ষা করেও দেশের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে দিন-রাত নির্ভীক কাজ করে যাচ্ছেন, নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে যাচ্ছেন, আপনাদেরকেও সেভাবে কাজ করতে হবে। যিনি যে হাসপাতাল বা সরকারি স্বাস্থ্যখাত পরিচালনায় দায়িত্ব পাবেন তাকে সেই হাসপাতালের চিকিৎসা সেবার সকল দায়ভার নিতে হবে। এজন্য এমনভাবে সেবা দিতে হবে যাতে আগামীতে বিদেশ থেকে চিকিৎসা নিতে বাংলাদেশেই বিদেশিরা চলে আসে। আপনারা করোনা মোকাবিলায় সফল হয়েছেন, আর একটু আন্তরিক হলেই চিকিৎসা সেবাতেও সফল হবেন।

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম খুরশীদ আলমের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা শাখার সচিব আজিজুর রহমান, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালক অধ্যাপক টিটু মিয়া, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নাজমুল হক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) অধ্যাপক আহমেদুল কবীর। সভায় সূচনা বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. ফরিদ হোসেন মিয়া। এছাড়া ঢাকা বিভাগের ১৩ জেলার সিভিল সার্জনস, জেলা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক এবং ৭৬টি উপজেলা থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/মোশাররফ/জয়নুল/২০২৩/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :১৭০৬

**ইন্টারনেট ছড়িয়ে দিতে বাংলাদেশ অভাবনীয় সফলতা অর্জন করেছে**

 **--টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে):

  দেশব‌্যাপী ইন্টারনেট ছড়িয়ে দিতে বাংলাদেশ  অভাবনীয় সফলতা অর্জন করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় গত চৌদ্দ বছরে আমরা শুধু ডিজিটাল সংযুক্তির মহাসড়কই তৈরি করিনি, ইন্টারনেটের প্রতি এমবিপিএস এর মূল‌‌্য ২৭ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ৬০ টাকায় নামিয়ে এনেছি। এক দেশ এক রেট নির্ধারণের মাধ‌্যমে ডিজিটাল বৈষম‌্য দূর করা হয়েছে। ইন্টারনেট এখন মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসের মতো। ২০০৮ সালে দেশে  ইন্টারনেট ব‌্যবহার হতো সাড়ে সাত জিবিপিএস তা বর্তমানে ৪১ শত জিবিপিএস  এ উন্নীত হয়েছে। সে সময়ের ৮ লাখ  ইন্টারনেট ব‌্যবহারকারীর স্থলে এখন ইন্টারনেট ব‌্যবহারকারীর সংখ‌্যা দাঁড়িয়েছে সাড়ে ১২ কোটি। ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্য নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা অপরিহার্য। এ বিষয়েও আমরা অত‌্যন্ত মনোযোগী। এ জন্য একইসঙ্গে আইপিভি ৪ ও আইপিভি ৬ অ্যানাবল রাউটার আমদানিতে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তার জন‌্য  আইপিভি ৬ বাস্তবায়নে সরকার বদ্ধপরিকর।

  মন্ত্রী আজ ঢাকায় সোনারগাঁও হোটেলে ইএসপিএপি ও বিডিনগ আয়োজিত সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অপারেটরস গ্রুপের সম্মেলন- স্যানোগ ৩৯ ও বিডিনগ এর ১৬তম সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

  অনুষ্ঠানে বিটিআরসি‘র চেয়ারম‌্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মাহবুব-উল-আলম, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আবদুর রহিম খান, এপনিক এর মহাপরিচালক পল উইলসন, স্যানোগ চেয়াম‌্যান রুপেস শ্রেষ্ঠ, বিডিনগ প্রেসিডেন্ট  রাশেদ আমিন এবং আইএসপিএবি সভাপতি মোঃ এমদাদুল হক বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিজিটাল এইজ ডিসি’র হেড অব ইন্টারকানেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন রাফেল হো।

  ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের এই অগ্রদূত বলেন, আমরা ডিজিটাল প্রযুক্তির মহাসড়ক নির্মাণে এগিয়ে থাকার পাশাপাশি ডিজিটাল নিরাপত্তা, ডাটা নিরাপত্তা, ব‌্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ‌্যে কাজ করছি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী ভিশন ও গতিশীল নেতৃত্বের কারণে প্রথাগত সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এবারের ঈদে ট্রেনের টিকিট শতভাগ অনলাইনে বিক্রি হয়েছে। ভূমি ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল রূপান্তর হয়েছে।

কম্পিউটারে বাংলা ভাষার প্রবর্তক মোস্তাফা জব্বার বলেন, প্রযুক্তিতে ৩২৪ বছর পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ বিশ্বে আজ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশের প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় দ্রুত গতির ইন্টারনেট পৌঁছে দিতে সরকার কাজ করছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যে দেশের প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নে দ্রুতগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ২০২৩ সালের মধ্যে এমন কোনো ইউনিয়ন থাকবে না যেখানে  দ্রুততগতির ইন্টারনেট সুবিধা থাকবে না। আমরা দেশের শতকরা ৯৮ ভাগ অঞ্চলে মোবাইল ফোনের জন‌্য ফোর জি নেটওয়ার্ক পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছি। ২০২১ সালে আমরা ৫জি প্রযুক্তি চালু করেছি।

  বাংলাদেশের ৪ জনসহ ১১ জন নেটওয়ার্ক প্রকৌশলীকে সম্মেলনে দেয়া হয় ফেলোশিপ। সম্মেলনের অংশ হিসেবে আগামী চার দিন হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে চলবে নেটওয়ার্ক প্রকৌশলীদের কর্মশালা। দক্ষিণ এশিয়ার ৬টি দেশের ৩০০ প্রকৌশলী অংশ নিচ্ছে এতে।

   বিটিআরসির চেয়ারম‌্যান শ্যামসুন্দর সিকদার বললেন, পাঁচ দিনের এই আয়োজন অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা দ্বিগুণ করবে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

#

শেফায়েত/পাশা/মোশারফ/লিখন/২০২৩/১৭৪২ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর: ১৭০৫

**বিডা’র ওএসএস পোর্টালে ৪টি নতুন সেবা যুক্ত হলো**

ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে):

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (বিডা) এর অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) পোর্টালে নতুনভাবে যুক্ত হলো আরো চারটি নতুন সেবা।  আজ বিডা’র কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত বিডা’র অনলাইন ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সিস্টেমে নতুন চারটি সেবা সংযুক্তির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) লোকমান হোসেন মিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে  বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের  ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার, Waiver of Condition 7 প্রদান,  যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের সিঙ্গেল প্রসেস (নামের ছাড়পত্র,  কোম্পানি নিবন্ধন ও পেমেন্ট) এবং  চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দখল সনদ প্রদান সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।  এই সংযুক্তির ফলে এখন থেকে বিডার ২০টি সেবা এবং অন্যান্য ২২টি প্রতিষ্ঠানের ৪৭ সেবাসহ মোট ৬৭টি সেবা অনলাইন ওএসএস সিস্টেমের মাধ্যমে প্রদান করা সম্ভব হবে।

উদ্বোধনকালে লোকমান হোসেন মিয়া বলেন, আজ বিডা’র ওএসএস পোর্টালে নতুন চারটি সেবা  যুক্ত হওয়ায় , এখন বিনিয়োগকারীরা ঘরে বসেই আরো বেশি বিনিয়োগ সেবা পাবেন, অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) পোর্টালের সেবা গ্রহণের জন্য বিনিয়োগকারীদের অফিসে আসার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁরা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকেই অতি সহজেই মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই কাঙ্ক্ষিত সেবা গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি আবেদনে কোনো কাগজ পত্রের খাতটি থাকে তাহলে তা মোবাইলে এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হবে। এসময়ে তিনি আরো বলেন, গত ১৫ বছরে প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ দু’দশী নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরের সময়ে  মিতসুবিসিসহ সে দেশের শীর্ষ কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে বিপুল বিনিয়োগ ও জাপানি কোম্পানিগুলোর জন্য স্পেশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

তিনি জানান, বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থার ১৫০ টির বেশি  বিনিয়োগসেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা বিডা’র রয়েছে।

  অনুষ্ঠানে বিডা’র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসসমূহের পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 #

ইমরুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১৬১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর: ১৭০৪

**রাষ্ট্রপতির সাথে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, ভুটানের রাষ্ট্রদূত এবং মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ**

বঙ্গভবন, ২৬ বৈশাখ (৯ মে):

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন। আজ বঙ্গভবনে সাক্ষাৎকালে মন্ত্রিপরিষদ সচিব প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন এবং দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির দিকনির্দেশনা কামনা করেন।

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন।

পরে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভুটানের রাষ্ট্রদূত রিনচেন কুয়েনসিল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ভুটানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয় বাংলাদেশ। রাষ্ট্রপতি আশা করেন, দু’দেশের মধ্যে বাণিজ্য-বিনিয়োগসহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আগামীতে আরো সম্প্রসারিত হবে। বিদ্যমান সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে দু'দেশের মধ্যে বিভিন্ন খাতে কানেক্টিভিটি বাড়ানোর ওপর জোর দিন রাষ্ট্রপতি।

সাক্ষাৎকালে ভুটানের রাষ্ট্রদূত বলেন, শীঘ্রই বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে হাইড্রোপাওয়ার বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে যার ফলে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক আরো সম্প্রসারিত হবে।

এরপর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০২২ পেশ করেন। এ সময় প্রতিনিধিদল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।

রাষ্ট্রপতি মানবাধিকার রক্ষায় প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে কার্যকর ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, দেশের যে কোনো প্রান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ফলোআপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। রাষ্ট্রপতি বলেন, মানবাধিকার রক্ষায় এমনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যাতে জনগণ কমিশনের কার্যক্রম বুঝতে পারে।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম, প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং সচিব (সংযুক্ত) মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর : ১৭০৩

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২২

**আবেদনের সময়সীমা আগামীকাল শেষ**

ঢাকা**,** ২৬ বৈশাখ (৯ মে):

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২২ এর জন্য আবেদন জমা দেয়ার সময়সীমা আগামীকাল শেষ হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রযোজকদের নিকট থেকে আগামীকাল (১০ মে, ২০২৩) বুধবার বিকেল ৪ টা পর্যন্ত ঢাকার সার্কিট হাউজ রোডের বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড কার্যালয়ে (তথ্য ভবন) আবেদন গ্রহণ করা হবে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রযোজকদেরকে নির্ধারিত ছকে আবেদন করতে হবে। আবেদনের ফরম/ছক বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদনের ফরম সেন্সর বোর্ডের ওয়েবসাইট www.bfcb.gov.bd থেকে ডাউনলোড করেও ব্যবহার করা যাবে। প্রত্যেক আবেদনপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের ২ কপি ডিভিডি/পেনড্রাইভ-এ জমা দিতে হবে। পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত শিল্পী/কলাকুশলী/ব্যক্তিদের প্রত্যেকের ৪ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবিসহ জীবন-বৃত্তান্ত (বাংলা), জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি/পাসপোর্টের সত্যায়িত ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) শিশু-শিল্পীদের ক্ষেত্রে জন্মনিবন্ধন সনদের সত্যায়িত ফটোকপি আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালায় বলা হয়েছে, কেবল বাংলাদেশি নাগরিকগণ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন; যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে, তবে যৌথ প্রযোজনা চলচ্চিত্রের বিদেশি শিল্পী এবং কলা-কুশলীগণ পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না; জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের বিবেচনাযোগ্য চলচ্চিত্রকে অবশ্যই বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সেন্সর সনদপত্রপ্রাপ্ত এবং বিবেচ্য বছরে (২০২২ সালে) প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিপ্রাপ্ত হতে হবে; স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তবে সেগুলোকে বিবেচ্য বছরে (২০২২ সালে) সেন্সর সনদপত্রপ্রাপ্ত হতে হবে। **উল্লেখ্য, প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ২৮টি ক্ষেত্রে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করা হবে।**

বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই তথ্য জানিয়েছেন।

#

সাইফুল্লাহ/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১৪০০ ঘণ্টা